রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ৩১, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৫ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ৩১ অক্টোবর, ২০২২

নিম্নলিখিত বিলটি ১৫ কার্তিক, ১৪২৯ মোতাবেক ৩১ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২৩/২০২২

Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের, অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হইয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ১২.০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) রহিতক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) **"কর্মচারী"** অর্থে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৩) **"ট্রাস্ট"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট;

(৪) **"ট্রাস্টি"** অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য;

(৫) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) **"পোষ্য"** অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার পিতা-মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও কন্যা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা এবং তৃতীয় লিঙ্গ সন্তান;

(৭) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৮) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) **"বোর্ড"** অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড; এবং

(১০) **"শিক্ষক"** অর্থ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা।

৩। **ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়**।—(১) ট্রাস্টের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ট্রাস্ট যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেইসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৬। **ট্রাস্টের কার্যাবলি**।—ট্রাস্টের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) শিক্ষক ও পোষ্যদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) শিক্ষকের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানের শিক্ষা সহায়তার উদ্দেশ্যে এককালীন আর্থিক সহায়তা বা বৃত্তি প্রদান;

(গ) শিক্ষকের স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানের জন্য বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঘ) চাকরিরত অবস্থায় কোনো শিক্ষকের মৃত্যু হইলে যদি ঐ শিক্ষকের অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রতিবন্ধী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান থাকে, তাহা হইলে উক্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তাহার লেখাপড়ার খরচ ট্রাস্টের তহবিল হইতে প্রদান; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

৭। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যূন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদমর্যাদার ১ (এক) জন কর্মকর্তা যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) যিনি উহার কোষাধ্যক্ষও হইবেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার ৮ (আট) জন কর্মকর্তা, যাহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ২ (দুই) জন করিয়া এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ হইতে ১ (এক) জন করিয়া কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত, প্রতিটি বিভাগ হইতে ১ (এক) জন করিয়া এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা হইতে ২ (দুই) জন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন মনোনীত ট্রাস্টিগণের মধ্য হইতে মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন শিক্ষক ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) মনোনীত ট্রাস্টিগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সময় তদকর্তৃক মনোনীত যেকোনো সদস্যকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে, যেকোনো সময়, স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। **বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উভয়ের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক ট্রাস্টির একটি করিয়া ভোট থাকিবে, ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারীর দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) ট্রাস্ট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ট্রাস্টের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। **ট্রাস্টের তহবিল**।—(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(চ) এই আইনের অধীন শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা।

(২) তহবিলের অর্থ, ট্রাস্টের নামে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে ট্রাস্টের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে।

(৩) তহবিলের ব্যাংক হিসাব চেয়ারম্যান ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনো খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত, কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখিতে হইবে এবং ট্রাস্টের কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্ত আমানত হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যয় করা যাইবে।

১১। **এই আইনের অধীন সুবিধা লাভের পূর্বশর্ত**।—(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিক্ষক তাহার নিয়োগের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রাথমিক চাঁদা হিসাবে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন অর্থ এবং নির্ধারিত হারে বার্ষিক চাঁদা ট্রাস্টে জমা প্রদান না করিলে তিনি এই আইনের অধীন কোনো সুবিধা লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত চাঁদার অর্থ ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

১২। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক হিসাবে অভিহিত, প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখির করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও ট্রাস্ট প্রত্যেক বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(I)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্ট এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যেকোনো সদস্য বা ট্রাস্টের যেকোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারবেন।

১৩। **প্রতিবেদন**।—(১) ট্রাস্ট প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩০শে জুনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, ট্রাস্টের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার যেকোনো কার্যের প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্ট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৪। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন উহার উপর অর্পিত যেকোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোনো ট্রাস্টি বা ট্রাস্টের কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারবে।

১৬। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসমাঞ্জস্যপূর্ন নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারবে।

১৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলামান থাকিলে উহা এইরূপভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে;

(গ) গঠিত তবিল, সকল সম্পদ, ঋণ ও দায়, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সকর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল হিসাব বই, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্রসহ অন্যান্য সকল দলিল দস্তাবেজ এবং অন্য সকল প্রকার দাবি এই আইনের অধীন গঠিত তহবিল, সম্পদ, ঋণ ও দায়, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, রেজিস্টার, দলিল-দস্তাবেজ এবং দাবি হিসাবে গণ্য হইবে;

(ঘ) জারীকৃত কোনো মঞ্জুরি আদেশ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তণের অব্যবহিতপূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে ট্রাস্টের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

(ক) গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক সরকারের আমলে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নতুন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। The Government Primary School Teachers' Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) সামরিক সরকারের আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত একটি অধ্যাদেশ। এ অধ্যাদেশের আওতায় দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান, সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় উপবৃত্তি প্রদান, পোষ্যদের কারিগরি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণে সহায়তা প্রদান, মৃতদেহ পরিবহনে যৌক্তিক খরচ প্রদান এবং আকস্মিক/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিবার ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণে এ সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। সে পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নার্থে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় The Government Primary School Teachers' Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) এর কতিপয় ধারা সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ আইন যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করে নতুনভাবে বাংলা ভাষায় 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২২' এর খসড়া বিল প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পোষ্যদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং মৃত্যুবরণকৃত শিক্ষকের নাবালক/প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তান/তৃতীয় লিঙ্গের সন্তান/সন্তানাদি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত লেখাপড়ার খরচ ট্রাস্টের তহবিল হতে প্রদানের নিমিত্ত The Government Primary School Teachers' Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985) রহিত করে বাংলা ভাষায় 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২২' শীর্ষক বিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনটি প্রনীত হলে তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিবার ও তাঁদের পোষ্যদের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

(গ) বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০২২' শীর্ষক বিলটি মহান জাতীয় সংসদের বিবেচনার জন্য উত্থাপন করা সমীচীন।

মোঃ জাকির হোসেন
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd